বল্কল

কেতকী কুশারী ডাইসন

BANGLADARSHAN.COM

পিছুটান

ঘোড়ার গাড়ির শব্দ; মা, বাবা, আর আমি,
আর চাকার তালে সজাগ ঘুমের ঘোর।
তার আগে স্মৃতি নেই। শূন্যতার পটভূমিকায়
প্রথমে এই ছবি, তার পর একতলা বাড়ি।

আজ মনে পড়ে
শীর্ণা ভৈরবীর তীরে ছোট মহকুমা, ছোট বাড়িখানি।
দেওয়াল সিমেন্ট-ওঠা, কোথাও মলিন।
ভোরের শিশিরে ভেজা নরম সবুজ মাঠে দোপাটির ঝরা পাপড়ি,
রাশি রাশি কাঠমল্লিকা,
লাল লঙ্কার চারা চিকণ পাতার ভারে ঢাকা।

গ্রীষ্মের উদাস দুপুরে
কালোতে সবুজে মেশা আমকাঁঠালের বনে থেকে থেকে চিল ডাকে,
টানাপাখার হাওয়া চোখের পাতায় আনে ঘুম।
রোদ পড়ে ঝকঝকে কাঁসার বাসনে,
লাল পিঁপড়ের সারি হেঁটে চলে ঘাসে মেলা শাড়ির উপর।
হেঁটে যায় মুরগীরা, কাক খায় এঁটো ভাত,
আর মাঝে মাঝে ডাকে পরিশ্রান্ত স্বরে।

বর্ষার সন্ধ্যা নামে
পেট্রোম্যাক্সের শব্দে, শার্শিতে জলের শব্দে,
ঘন কালো ঝোপে ঝাড়ে ব্যাঙের ঐকতানে।
মাঝরাতে জেগে শুনি পেঁচা ডাকে শিশুগাছে,
শিয়াল ফেউ ডাকে নদীর তীরে তীরে।
পুরানো কোন দিনে
এসেছিলো নাকি বাঘ শ্যাওলা-পিছল ঐ আমাদের কুয়োতলায়।
শিবু ঝি'র গল্প শুনে বুক করে দুরুদুরু,
বর্ষারাতে তারা নাকি উঠে আসে গৃহস্থের বাড়ি?

BANGLADARSHAN.COM

নথ-পরা নাকের উপর
লম্বা লাল ঘোমটা টেনে হিন্দীভাষী ‘সিপাহীর বৌ’
দিয়ে যেতো সুস্বাদু আচার।
পরিপাটি ঘরখানি তার,
বাঁখারির বেড়া-দেওয়া ছোট বাগানটিতে বেগুন ও ঝিঙ্গের চারা।

শীর্ণদেহা শান্তা নদী! নামে ভৈরবী!
কোথায় তোমার রুদ্রমূর্তি?
গিয়েছি নৌকায় চ’ড়ে তোমার উপরে
কুয়াশায় নিষ্প্রভ শীতের সন্ধ্যায়,
দেখেছি তোমারই তীরে শাদা কাশের বন
জীবনে প্রথম ও শেষ।
এঁকেবেঁকে গেছে নদী যেখানে অনতিদূরে
পাতাবাহারের সারি আর গোলাপের বাগানে ঘেরা
গ্রামের মিশনারি আশ্রম।
কালো-পেড়ে-শাড়ি-পরা খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিতা বিধবারা
জানায় তাদের শ্রদ্ধা মিলিত কণ্ঠস্বরে–
চলো চলো দেখে আসি শিশু যীশুরে,
জন্মেছেন আজ যীশু ভগবান
দায়ুদপুরে।

পাকিস্তানে চ’লে গেছো আজ,
জানি না আছো কি তুমি সেই অবস্থাতে?
ছাড়পত্র-শাসনবন্ধে হবে না তোমাকে দেখা
কোনো দিন কোনো মুহূর্তেও;
মহকুমা, তাই বলি আজ,
নও মেহেরপুর,
মেঘের পুর!

BANGLADARSHAN.COM

একটি দুপুর

দুপুরে রোদের কোনো রঙ নেই, তীব্র মদির
পিচের পাশেই ঠাণ্ডা ছায়ায় কোনো পায়রার
ঘুলঘুলিগত গাঢ় মন্থর আহ্লাদী ধ্বনি
শীতবসন্তে শুকনো গ্রীষ্মে হাওয়ায় ছড়ায়
একই আমেজের বিধুর উদাসী ঝরঝরে গুঁড়ো,
কপাললগ্ন থেকে সারা দিন ক্লান্ত হয়েছে
যে খয়েরী রঙ।

দুপুরের হাওয়া কে না ভালোবাসে,
যেন মনে হয়, এখানে যদিও কোনো রঙ নেই,
তবু তো কোথাও অনেক উপরে নীল রঙ আছে,
সাত-আটটা বাড়ি পেরিয়ে তবু তো আজও দেখা যায়
সবুজের ফালি, অনুদেহ গাছ বায়ুকম্পিত।

BANGLADARSHAN.COM

পশ্চিমা ঘুম সুখে খাটিয়ায় পাহারা-মগ্ন,
এখানে এখন কোনো রঙ নেই, তবু তো ছায়ায়
তিনতলা ঐ বাড়িটার পাশে স্নিগ্ধ গলিতে
স্বপ্ন-বনের শ্যাম ওষধির মৃদু নির্যাসে
বাসন্তী খোঁপা খুলে প'ড়ে যায়; মাদ্রাজী শাড়ি এলোমেলো হয়।

শুনেছি রাত্রি শেষে

শুনেছি রাত্রির শেষে নগরীর অন্ধকার পথে
অপহৃত শিশুদের আকস্মিক বিকৃত ক্রন্দন;
আতঙ্কিত হ'তে পারে সারি সারি প্রাসাদ-প্রেতেরা,
নিবাতনিষ্কম্প তবু মশারির ঘোলাটে বন্ধন।
অবশ্য বালককণ্ঠে রমণীয় প্রেমের সংগীত,
ওড়ায় শান্তির পাখি ক্যাথিড্রাল থেকে ক্যাথিড্রালে,
তবু রাতে মাঝে মাঝে পৃথিবীতে আজও শোনা যায়
প্রাগৈতিহাসিক স্বর ভয়ার্ত গুহার অন্তরালে।

লুপ্ত হয় প্রথম, প্রচুর
পশুপক্ষীপুষ্পদের আলস্যের পর্যাপ্ত উদ্যান;
হতশ্রী দেবদূত আর দুর্বুদ্ধি ঈশ্বর ডামাডোলে
হৃত অমরার প্রান্তে ব্যাভিচারী যৌথনৃত্য করে।
গায়ত্রীর সূর্যোদয়, আর্য ঋত অনন্ত প্রভাত,
ধর্মারণ্য, স্ফুটপদ্ম, উৎসাহিত স্মিত শুভবাদ
চূর্ণ হয় দুর্ঘটনে, আকস্মিক খনিবিস্ফোরণে,
জ্ঞানপাপী পরিশ্রমী মূঢ় মৃত শ্রমিকের মত।

অশুভ ইঙ্গিতে স্তব্ধ মশারির উষ্ণ পাখনায়
অন্ধকারে লুপ্তদৃষ্টি, বিবমিষু, নিরুদ্ধস্পন্দন,
যা শুনেছি আমারই কি, শিশুদের, অথবা জানি না
সঙ্গিহীন রোদসীর অরুন্তুদ নিঃশব্দ রোদন।

BANGLADARSHAN.COM

ম্লান গঙ্গা

ম্লান গঙ্গা বর্ষাকে চেয়েছিলো।

তাই স্নিগ্ধ দুপুরে তার দুই তীরের
হাল্‌কা সবুজ, কাল্‌চে সবুজ, শুক্‌নো সবুজ,
খুঁটিতে বাঁধা গরু, চটকল, ভাঙা জেটি
অনাগতের প্রত্যাশায় হয়ে উঠলো স্তব্ধ, রুদ্র, মেদুর;
যেন এখানকার গঙ্গা স্মরণ করলো মোহানার গঙ্গাকে,
যেন সেখানকার স্টীমলঞ্চে জ্ব'লে উঠলো নির্বাণদিনের আলো
কনে-দেখানো মুহূর্তে।

কিন্তু বৃদ্ধ মসজিদের কোলে
বট্‌ল্‌-পামের উরুতে যখন মেঘের ছায়া পড়লো,
আর যে লিলি বর্ষায় ফোটে
তার মন ভিজে উঠলো গন্ধরম্যতায়,
তখন মনে পড়লো
সামনের লাল-টালি ছাদের পাশে যত্নলালিত মাঠে,
যেখানে একটি কালো ছাগল আর একটি কালো অস্টিন
একট সঙ্গে বর্ষণের প্রতীক্ষা করে,
তার কোণে অনুচ্চ খাঁচায়
একটি করুণ ময়ূর আছে।

ঘোলা জলে মৌসুমী আকাশকে চেয়েছিলো,
তার তীরে নীল জীব বন্দী হ'য়ে আছে।

BANGLADARSHAN.COM

রাত্রির বৃষ্টি

নিংড়ানো শাড়ির মত আধ-শুকনো সন্ধ্যার আকাশে
অশথের স্নিগ্ধ স্নায়ু ব্যাপ্ত ছিলো শাখাপ্রশাখায়;
অস্তিত্ব বন্ধনীবদ্ধ; ভবিষ্যৎ হয় নি চিন্তিত;
রাত্রির আরম্ভে এলো আরও জল নিবিড়ধারায়।

চেতনার চতুর্দিকে রিম্‌ঝিম্‌ জলীয় রেখায়
দিগন্ত তলিয়ে গেল আরও নিচে, পাতালে, কোথায়–
মুছে গেল ভিন্ন জন্ম, ধুয়ে গেল সূর্যভরা দিন,
পাতার আনন্দে হোলো ইঁটের পাঁজার আত্মা লীন।
ঝরে জল, ঝরে জল, জল ঝরে, রূপকথা খোলে,
দিনেমার-কাহিনীর রাজহংস, জলকন্যা দোলে।

বর্ষা একক ঋতু, পৃথিবী তরলশব্দময়,
ধ্বনির গভীর সাঁত্‌রে ঘুম এলো মুক্তার মতন,
অনেক শ্রমের রত্ন, কাচপাত্রে নিজস্ব আলোক,
তন্দ্রালু জলজ শিশু, রাঙা মাছ লঘুসঞ্চরণ।

BANGLADARSHAN.COM

সাউথ পার্ক গোরস্থান

পৌত্তলিক পৌরাণিক উষ্ণবায়ু এ বাদামী দেশে
শতাব্দীর অপরাহ্নে জীর্ণদেহ যে আত্মারা ঘুমায়
তাদের বিষণ্ণ শান্তি, জ্যোতির্ময় একান্ত বিশ্বাস
কিনে গেছে রক্তদানে কোনো এক ইহুদীসন্তান।

যে দেশে ট্র্যাজেডি নেই তার আর্দ্র নৈদাঘ আকাশে
ক্ষয়িষ্ণু স্মারক স্তম্ভ বুঝি প্রতীচ্যের স্বপ্ন দ্যাখে:
চূড়া থেকে চূড়ান্তরে আলোড়িত ঘোষিত প্রহরে
ঐতিহ্যের মধ্যরাত্রে ইয়োরোপে ঘণ্টাধ্বনি বাজে।

আদিনাগ, আদিপাপ, আদিদ্বন্দ্ব শুভ-অশুভের,
নতশির সন্ন্যাসিনী, সন্ন্যাসীর নিরুদ্ধ বাসনা;
গুপ্তকক্ষ মঠে মঠে পাপী ছায়ামূর্তি ভিক্ষা করে
নারকীয় চিত্তশুদ্ধি, প্রায়শ্চিত্ত, অলৌকিক ক্ষমা।

BANGLADARSHAN.COM

চিন্তাহীন আত্মদানে ব্যগ্র মোক্ষপ্রিয় মহাদেশ,
রাজদুহিতার অঙ্কে শায়িত গলিত কুষ্ঠরোগী,
হাসে অন্ধ দেবদূত, ভিত্তিগাত্রে পবিত্র কুমারী,
সমুত্থিত উন্মুখিত শিশুকণ্ঠে সংরক্ত সংগীত।

রাত্রিদিন আন্দোলন, প্রবৃত্তির রণকোলাহল,
বিকায় নক্ষত্র-আত্মা, পরক্ষণে মরে অনুতাপে;
হৃতবীর্য প্রতিষ্ঠান—পুরাণের পুতুল সকলই—
স্বীকার করে না তবু একক মুক্তির জয়নাদে।

বহু দিন গত হোলো, হেঁটে গেল বহু পিপীলিকা,
অনেক ইন্দ্রের বক্ষ অস্থিসার হোলো ধরণীতে,
অপরের তন্ত্রমন্ত্র শুধু বাল্যক্রীড়া জ্ঞান ক'রে
কারও কারও মৃত্যু হোলো শাশ্বতের সাথে চুক্তিলোভে।

গৌড়ীয়

একাদশী, বৃদ্ধবট, পাকশালা, উলঙ্গ সন্তান,
বংশানুক্রমিক স্মৃতি ছায়ারোদ দারিদ্র্যমন্থর,
ঝ'রে গেছে খোলা কলে অকৃপণ স্বর্ণরিক্ত হাতে,
কলঙ্কের দায়ভাগ গ'লে গেছে গঙ্গার মতন।

গ্রামীণ বাসরে শীত: শেষরাত্রি, স্বপ্নসন্ধিক্ষণে
বিসর্জন-ঐকতানে চোখ মুছে কেউ বা উঠেছে,
রেখে গেছে পদচিহ্ন, লক্ষ্মীপ্রেম, পার্থিব কামনা–
ঠিকা ঝি'র খোলা কলে অলীক আলপনা ধুয়ে গেছে।

যুগের পৈঁঠায় ব'সে ভোরের বাসন শুধু মাজে,
অন্ধকার, আর নোংরা, আর কীট, জল অবিরল;
যৌবন পেয়ারা গাছ কুয়োর শ্যাওলায় ঝুঁকে পড়ে,
প্রাকৃত ভাস্কর কোনো রেখে গেছে পুতুল-স্বাক্ষর।

BANGLADARSHAN.COM

প্রত্যুষে বলেছি তাকে, সুকুমারী, আর কি প্রার্থনা?
জাতির চৈতন্যরস হরি হরি শিরায় সিঞ্চিত;
মৃত শাড়ি, হৃত অশ্রু, গাঢ়তর যদিও শৈবাল,
পেয়ারা গাছের ঋণ শোধ তবু হবে না কিছুতে।

উত্তরে বলে নি কিছু, বস্তিবাসী, ভাষায় বাঙালী,
যদিও সর্বংসহা, তবু তার ঐহিক বিরহ;
আজন্মশিক্ষিতব্রত পুরুষপূজায় নিষ্ঠাশীল
তার জাতিস্মর বৃত্তি বন্ধুর উত্তাপ খুঁজে মরে।

চিত্রভাষা

অনেক নিষ্ফল হ'য়ে বেদরদী ভাষাদের প্রেমে
অন্তরঙ্গ দুরূহের অন্বেষণে হয়েছি তৎপর;
লাস্য আর অবসাদ একপাত্রে মন্থন-ইচ্ছায়
চিত্রকে বেসেছি ভালো চক্ষুষ্মান প্রেমিকের মত।

এক শিলে বাটনা হয় পেগান আনন্দ যাকে বলে
আর অন্য যে আসক্তি পবিত্র ব্যাধির নামান্তর:
অজস্র আলোক আর সঞ্চালিত ছায়ার সংগমে
অন্তর্মদিরাবস্থ নিশ্চলতা হয় আকাঙ্ক্ষিত।

তখন বিকারে তৃপ্তি, যে বিকার বস্তুর অধিক,
দৃঢ়রেখ উচ্চাবচে অপ্রমত্ত তখন উল্লাস;
তখন ইঙ্গিতে রুচি, অনেকান্ত যে ভাবব্যঞ্জনা,
যে দৃষ্টি অবাগ্‌দত্ত, যে অধরে সেই অঙ্গীকার।

BANGLADARSHAN.COM

সামুদ্রিক উদ্ভিদের মত কোনো জেলেনীর হাসি,
বিশুদ্ধ রেখার দেউল, বিশীর্ণ চৈনিক বৃক্ষশ্রেণী,
অথবা আনন্দ দেয় বহুবর্ণ উচ্ছল রশ্মিতে
গুরুভার কন্টুরের দ্বিধাহীন দৃশ্য পরিভাষা।

রহস্যের অবক্ষয় নেই বক্রগ্রীব ক্যান্‌ভাসে,
ঈপ্সিত ক্লান্তির স্বাদ নিষ্ঠার আঙ্গিক মনে হয়,
দেবতারা, পূর্ণ নও, অনুভব যদি না করেছো
স্তব্ধনৃত্য প্রত্যক্ষের নিরর্থক শাশ্বত বিস্ময়।

রামাহো

শরতের অপরাহ্নে দ্রুত এলো অনিবার্য জ্বর,
চেতন তন্দ্রার ঘোরে সমাচ্ছন্ন হোলো সর্বদেহ,
মহান দুঃখের মত স্পর্শ করলো অস্তসূর্যস্নেহ,
দিগন্তের শব্দদের মনে হোলো অস্বভাবী স্বর।

প্রবল ইচ্ছার স্রোত: তলহীন তাপের বন্যায়
ডাক্তারী ছুঁচের মত সূক্ষ্ম ক্ষোভে বিদ্ধ হোলো মন;
বেতারে তপস্যালব্ধ সোপ্রানোর তির্যক রণন
মনে হোলো অকারণ, নিরর্থক, বিশুদ্ধ অন্যায়।

পৃথিবী পুনরাবৃত্ত, তিলমাত্র তবু শ্রান্তি নেই,
শস্যহানি, শিশুমৃত্যু, দিনশেষে শ্বেতশঙ্খ বাজে,
বিপ্রলব্ধ যুবতীর তুচ্ছ কাজে ব্যস্ত হাওয়া সাজে,
অশোভন এই জ্বর আমি কিন্তু জানতাম আসবেই।

BANGLADARSHAN.COM

কিছু নেই প্রার্থনীয়, অসার্থক রত্নের সন্ধান,
অন্তহীন ধৈর্যভরে ব্যাক্ করে সাবধানী ট্রেন,
ক্ষণিকের উল্লাসের সংবাদের নৈশ লেনদেন,
অকস্মাৎ দ্রিমিদ্রিমি দেশোয়ালী রামচন্দ্রগান।

মাল্যবান্-অরণ্যানী মেঘাত্যয়ে ফেলেছে নিঃশ্বাস:
অতীতের রোমন্থনে নিরুৎসুক যদিও সংসার,
কাহিনী মিনতি করে, জ্বরতপ্ত লগ্নে একবার
পাতার মর্মরে শোনো শ্রীরামের পুণ্য ইতিহাস।

বিগত কৌলীনভীতি, সহনীয় হবে না বিচ্ছেদ,
এই গান, এই নাম, সহস্র শরৎরাত্রি ধ'রে
অযাচিত অনুরাগে বারংবার নিবেদন করে
মিলনের সমারম্ভে ক্ষত্রিয়ের অনির্বাণ খেদ।

মহাশূন্যে শীঘ্র হবে সায়ন্তন শুভ চন্দ্রোদয়,
এ শুধু সূচনামাত্র, পরিণতি পাবে কর্মফল,
মহার্ঘ এ অনুভব, অন্য সব বস্তুত নিষ্ফল,
হুতবহ অন্তরাত্মা ভিক্ষা করে শালীন প্রণয়।

BANGLADARSHAN.COM

সন্ধ্যা

তখনও হয় নি স্পষ্ট জড় ও জীবের ব্যবধান,
কিমাকার বৃক্ষপশু স্তব্ধ অচৈতন্যে ছিলো লীন,
অধুনার সত্যমিথ্যা, পাপপুণ্য ছিলো অর্থহীন,
উষ্ণ জলাভূমি-স্তরে গুপ্ত ছিলো পুঞ্জ পুঞ্জ প্রাণ।

সময় মন্থর ছিলো কায়াহীন বিচিত্র কাননে,
দীর্ঘ প্রদোষের পর ধীরে নামতো দীর্ঘ অন্ধকার,
বাষ্পায়িত আর্দ্র অন্ধ উপলব্ধি ছিলো নিরাধার,
কিছু তার সার্থকতা আছে হয়তো বর্তমান ক্ষণে।

প্রাগৈতিহাসিক সন্ধ্যা অনুলিপ্ত বিস্তীর্ণ আকাশে,
সঙ্গিহীন সন্ধ্যাতারা অনুচ্চার্য উজ্জ্বল প্রার্থনা,
পূবে অবাস্তব নীল, পশ্চিমে পাণ্ডুর সম্ভাবনা,
ভিন্নদেশে সমারোহে সূর্যোদয় জানায় আভাসে।

BANGLADARSHAN.COM

বহুবর্ণ অস্ত বুঝি নৈশ বর্ষণের সূত্রপাত,
তবু তা সম্ভাব্যমাত্র। কিন্তু এই সন্ধ্যা প্রাথমিক,
আকাঙ্ক্ষায় পাল তুলে দৃঢ় আসে দুর্মর নাবিক,
ঈষৎ সান্নিধ্য আনে সহস্র সন্ধ্যার ইতিহাস।

উত্তরাধিকার আছে মুহূর্তের গোধূলি-গৌরবে,
আত্মা উপভোগক্ষম, রমণীয় তোমার যৌবন,
খরদৃষ্টি সৌম্য প্রৌঢ় পথে যেতে দেখেছি কখন,
বেলা গেলে, স্মিত বন্ধু, তুমিও তো ঐরূপ হবে।

আন্তরিক চিত্রকল্পে সন্ধ্যা তাই পুণ্যের স্মারক,
তীব্র তাই অন্বেষণ, স্মৃতি তাই সর্বস্ব-হারক।

সৃষ্টি

যা ছিলো সহজ তা যে কখন দুরূহতম হোলো!
খণ্ড অবসর পেলো পূর্ণতার দুর্লভ ইঙ্গিত,
জ্ঞানহীন বাতায়নে কখন চকিতে হাওয়া দিলো,
উদ্ভিদের নবজন্ম লাভ করলো রবীন্দ্রসংগীত।

সংগোপন দ্বন্দ্ব আনে অগ্নিবর্ণ রাত্রির সম্ভার,
বৃত্তমনোরথ অঙ্গ নিত্য করে কেন্দ্র-অন্বেষণ,
মেঘকল্প সুন্দরের রাজতন্ত্রে নানা অত্যাচার,
স্ফুটগন্ধ অন্ধকারে বৃষ্টি খোঁজে আত্মসমর্পণ।

কক্ষচ্যুতি নয় কাম্য, অব্যাহত পথপরিক্রমা,
পাথরের অন্তরালে শ্রুতিগম্য ধ্বংসের প্রবাহ,
বৈনাশিক অভিসারে লগ্ন হয় দ্রুত অগ্রসর,
বৃথা মনে হয় ভাগ্য, খরস্রোতে হারায় উপমা।
কি স্নিগ্ধ এ উপাসনা, কি নিগূঢ় আন্তর প্রদাহ,
পূজার মুহূর্তে মূর্ত আরাধিত বিমূর্ত ঈশ্বর।

BANGLADARSHAN.COM

উত্তরাঙ্ক

অন্ধকারে মুছে যায় সর্বশেষ পাংশু পদরেখা,
হর্ষহীন রবিবারে অবরুদ্ধ মুক্তির সারণি,
ইচ্ছাতুর ভিখারীরা হাওয়া খায় হেমন্তসন্ধ্যায়,
শূন্যগর্ভ ফুলগন্ধে শোনো মন শান্ত ঘণ্টাধ্বনি।

দেয়ালী এ সপ্তাহেই, কেটে গেল আরেক বৎসর,
অতিহ্রস্ব অবকাশে কেন দীর্ঘায়িত কাল গোনো,
মিথ্যা আনো মনে মনে শপথভঙ্গের অভিযোগ,
তুমি মনে মনে জানো বস্তুত শপথ হয় নি কোনো।

এ দেয়ালী কেটে যাবে, নির্বিবাদে কেটে যাবে ঠিক,
মুহূর্তের আতিশয্যে প্রয়োজন আছে বলো কার,
শুভক্ষণে চুরি গেল বিচিত্র শৌখিন ছাইদানী,
যেহেতু দরকার নেই, কিছু নেই আমার বলবার।

BANGLADARSHAN.COM

অন্তরের অন্ধকারে শোনো দূরে শান্ত ঘণ্টাধ্বনি,
দূরাধিরোহিণী শাখা, পদপ্রান্তে মেলে না আশ্রয়,
না হ'তে উৎসব শুরু সস্তা মোমবাতি ক্ষীন হোলো,
সে রাত্রে যে শীত এলো সেই শীত প্রচণ্ড দুর্জয়।

পুরানো দিন, নতুন দিন

এই গাঢ়নীল শাড়ি, প্রান্তে আঁকা রূপালী ময়ূর,
বাসনার ক্ষীণ গন্ধ লেগে আছে তুলোর মতন,
পুরানো দেরাজ থেকে বার হ'য়ে উজ্জ্বল সকালে
ছাতের কার্নিশে সুখে হাওয়া খেলো আজ কতক্ষণ।

ভারাতুর অন্ধকারে এতদিন ছিলো সংগোপন,
আজ কত আলো-ছায়া নারিকেলপত্রের আড়ালে,
ভুলে যায় নি যৌবনের গাঢ়স্বাদ কবোষ্ণ ক্ষরণ,
আরক্ত ঐতিহ্য ক্লান্ত ফুসফুসের শোণিতবিন্দুর।

মুমূর্ষা প্রবল যত, ভারসাম্য ততই হারায়,
যত তলহীন দৃষ্টি, অভিশাপ তত দুর্নিবার,
উৎসবের কলরোলে আনন্দেরা বড্ড ক্ষুরধার;
তোমাকে যখনই দেখি এ পাড়ায় রঙীন সন্ধ্যায়
গীটারে ঈষৎ মত্ত,—ভয় হয় তুমি কালহত,
আমার অপরিণত, কেশমতী দিদিমার মত।

BANGLADARSHAN.COM

অনুচয়

বন্ধ করো মুক্ত দ্বার, প্রবল সন্দেহ জাগে চোখে,
শুধুই ইচ্ছার মোহে আমি বারবার ফিরে আসি,
বিশেষ হয় না বলা ধূম্রদেহ অস্বচ্ছ আলোকে,
বিবশ কণ্টকে শুধু বিদ্ধ করে মর্মভেদী হাসি।

আকাঙ্ক্ষার শেষ প্রান্তে শ্লথগতি যৌবন তোমার
যে নখ অন্তরে বাড়ে তার মত হোলো দুঃখময়,
যদিও গোপন রাখতে, শোনা যেতো তীব্র হাহাকার,
অন্তহীন ক্ষোভ ছিলো, তিলমাত্র ছিলো না বিস্ময়।

এই কূট কক্ষ থেকে মুক্তি দাও আমাকে ঈশ্বর,
স্খলিত আলোর জন্য কতবার হয়েছে প্রার্থনা,
চকিতে স্মরণ হয় দ্বিতীয় আত্মার রুদ্ধস্বর,
সময়ের অস্তাচলে যদি থাকে বিষণ্ণ ভর্ৎসনা!

কালশিশু কাচপাত্রে দুঃসাহস কণিকাসঞ্চয়,
মিনিটে মিনিটে শুধু অনিবার্য হয় পুণ্যক্ষয়।

BANGLADARSHAN.COM

ভিক্টোরিয়া পার্কে

দ্যুতিময় হে অপ্সরী, মূল্যবান তোমার দৃষ্টিতে
বিশ্বাসস্থাপন ক'রে করা যেতো ক্লেশবিসর্জন,
সুখচ্ছায় তপ্ত গ্রীষ্মে ইচ্ছারম্য শীতে
কাম্য হোতো অরণ্যজীবন।

ক্রীড়ার অবধি নেই; তুমি যার বিকচ সন্তান
তার বহুরূপী রাজ্যে মুক্তগতি হোতো অভিলাষ,
সামান্য জনের জন্য কিছু ক'রে অনুকম্পদান
উপভোগ্য হোতো পরিহাস।

যে স্নেহান্ধ আস্থা ছিলো অনিসর্গ-নিসর্গ মিলনে
আনন্দের জলোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হোতো তার সরোবর,
স্বেচ্ছায় শোনাতে তুমি কলনাদী ক্ষণে
অমরবাঞ্ছিত কণ্ঠস্বর।

BANGLADARSHAN.COM

বীজপ্রাণ বর্ষাঋতু ফিরে আসে কিন্তু বারবার,
লুপ্ত হয় বনপথ, ধ্যানমগ্ন পাখির অন্তর,
দ্যাখো আর্দ্রদেহপ্রান্তে নামে দ্বিধাহীন অন্ধকার,
কীটগর্ভ সবুজ প্রান্তর।

আবর্তিত দুঃখ থেকে সাধ্য নেই বাঁচাতে তোমাকে,
তোমার সমস্ত শ্রম ব্যর্থ হয় বৎসরে বৎসরে,
আলিঙ্গনে ধ'রে রাখি, তবু বর্ষা ডাকে
সর্পাকুল নিষ্ঠুর প্রহরে।

লীলাচ্ছলে, মনে আছে, যতবার হ'তে নিষ্করুণ,
ততবার মনে হোতো ভুলে গেছো দুর্বিষহ ভার;
ভঙ্গুর তোমার মুখ, জেনো প্রত্যাগত নিদারুণ
জীর্ণগৃহে স্বেদের সঞ্চার।

পাতাবাহারের মৃত্যু অসম্ভব নয় অপঘাতে,
দুঃসাহসী উদ্ভিদের শিরোধার্য নিঃশব্দ প্রলয়,

আকাশ ভয়ার্ত হোলো, মুখ ঢাকো হাতে,
রাখো বাতাসের অনুনয়।

সুদুর্লভ হে অপ্সরী! মুহূর্ত আসন্ন, অশরীরী ;
তুচ্ছ গৃহ-আকর্ষণ, কেশ ঢেকো বর্ষাতির তলে,
ঈষৎ শঙ্কায় এসো বর্ষাঘন রাজপথে ফিরি,
অনুচর অন্ধকারে আকুল গ্যাসের শিখা জ্বলে।

আবার জ্বলাইসন্ধ্যা রোমাঞ্চিত হোলো মাটিগাছে,
দ্যাখো ভিক্টোরিয়া পার্কে কলকাতা শান্ত হ'য়ে আছে।

BANGLADARSHAN.COM

অভাবনীয়

কিছুতে পারি নি ভাবতে এতটা নিরাশ হ'তে হবে!
তাহ'লে সমস্ত শ্রম কেবলই আশ্চর্য অপব্যয়,
সামান্য সংগ্রামে আজ অবশ্য স্বীকার্য পরাজয়,
দুরাশা নির্মূল হোলো, আশঙ্কা বাস্তব হোলো তবে।

কর্মসূচী অব্যাহত। সৌধের ছায়ারা যায় স'রে।
যথারীতি ঘোরে সূর্য। শেষ হবে ভাগ্যায়ত্ত দিন।
ব্যর্থতা চূড়ান্ত দেখে ক্লিষ্ট ব্রণ লজ্জায় মলিন;
আর্ত গৌরবের মত শূন্য হৃদ জ্বলে দ্বিপ্রহরে।

এড়াতে পারি না যাকে সেই প্রেতমুখ অনুগামী।
সদুত্তর নেই তার। সময়ে হয় নি সাবধান।
আজ ঘিরে রাখবে তাকে পৃথিবীর স্তব্ধ অভিমান,
দিবসের মূল্যায়নে মনে হবে ঐটুকুই দামী।

BANGLADARSHAN.COM

জানি অকারণে নয়। কারও কিছু এসে যায় না ব'লে
আমাকেই খুঁজতে হবে ভবিষ্যতে স্বরের সঙ্গতি।
তখন খেয়াল হয় নি হ'য়ে গেছে কিছু গাফিলতি,
স্বাগত ফুরালো আজ। বন্ধুবর্গ শুষ্ক দ্বার খোলে।

আপনার অফিস থেকে বার হ'লে এখনও বিকালে
গরীয়ান রাজপথ চোখে পড়ে রৌদ্রকরোজ্জ্বল,
অথচ প্রকৃতপক্ষে সব রেখা বক্র, অসরল;
আপনার অধঃপাতও অনিবার্য হোলো শেষকালে।

আমার প্রভুর যদি দেখতেন একবার বৈভব,
ছায়ার শাপান্ত হোতো, দূর হোতো সব অহংকার,
চুকে যেতো অধ্যয়ন, অনটন, অনর্থ, কারবার–
ফিরে পেতে পারতেন খেদহীন দুরন্ত শৈশব।

সময়ের দাবি মেটানোর স্বপক্ষে

আবার উত্তাল স্মৃতি। ‘সময় হয় নি’, বলেছিলে,
‘আদৌ হবে না বুঝি, দৈব দুরাশায় করো ভার।’
চেতনায় চিহ্ন রাখে অতীতের যে খর নখর
তখন কি একবারও তার কথা ভেবে নিয়েছিলে?

সকাল আনে না আর প্রত্যাশার স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর,
দুপুরে অধৈর্য আত্মা স্তব্ধতার শাপে বিড়ম্বিত,
ক্ষণস্থায়ী অস্তরাগে আকাশের বাসনা চিহ্নিত,
তার পর কুয়াশায় আর্ত হয় অন্ধকার ঘর।

কূটচক্রে আবর্তিত অনুক্ষণ সংজ্ঞাহীন সাধ,
এক নিত্য অনুসারী, অন্য বারংবার পলাতক,
নিষ্করুণ বালুচরে ছুটি দিগন্তের উপাসক,
তুমিও চরেছো মরু, জেনেছো জলের মৃদু স্বাদ।

BANGLADARSHAN.COM

কেবল কিছুটা দেবে, বাকি সব রাখবে পকেটে,
এমন অবুঝ হ’লে কি উপায় বলো অন্তে হয়,
ত্রিলোকে পকেটমার, সে বিষয়ে রেখো না সংশয়!
কেন থাকো শুষ্কমুখে সংকুচিত জীর্ণ দ্বার এঁটে?

বহুদিন পরে কাল বিকেলে তোমার পাশে পথে
হেঁটে হেঁটে মনে হোলো আর ঘুরবে কত একা একা,
সামাজিক শীর্ণ হাত, তবু দৃঢ়, কি আছে অশেখা,
শিক্ষার সমাপ্তি খোঁজে আঙুলেরা আন্তরিক মতে।

আমরা করি অঙ্গীকার স্নেহশীল ব্যাকুল নিঃশ্বাসে,
অন্যোন্যসম্বল জীব, তুমি মিথ্যা সময় ফেরাও,
একশোবার ফিরে আসবে, একশোবার ব’লে দিয়ে যাও,
বলা কথা, ইঁটে গাঁথা, তবু ঢাকে মৌসুমের ঘাসে।

মনুর সন্তান খোঁজে শান্তি আর আনন্দ অগাধ;
খুঁড়লে জল, কলনাদী, আমাদের করায়ত্ত ঝারি;

রিক্ত প্রহরের পাত্র পূর্ণ করো ক্লান্ত ব্রচচারী,
উচিত করুণাভরে ম্লান চুলে রাখো আশীর্বাদ।

যে দৈব সুযোগ খোঁজো, নেই তার লগ্ন অতশত,
পরিচিত দিনে রাত্রে তারা ঝরে ইশারার মত।

BANGLADARSHAN.COM

চৈত্রপূর্ণিমা

আমাদের দুঃখ থেকে জন্ম নিলো তোমার যে মুখ
সে মুখের ক্লান্তি আর বিষণ্ণতা ভ'রে আছে মন,
অভিলাষমাত্র তৃষ্ণা, তৃষ্ণামাত্র উষ্ণ প্রস্রবণ,
চৈত্ররাতে হাওয়া দেয়, চতুর্দিকে প্রচ্ছন্ন অসুখ।

আজও অসমাপ্ত কাজ, আজও অব্যাহত অপচয়,
হঠাৎ কি মনে ক'রে স্বচ্ছ এঁটে হাল্‌কা খিলে
অনেক হয়রান হয়ে মূঢ়ের মতন খুঁজেছিলে
স্পর্শলোভাতুর নীড়ে নিরুপায় মাথায় আশ্রয়।

স্রোতের মতন আসে তালগাছে সমুদ্রমর্মর,
আমাদের মৃত্যু হবে এরকম বসন্তবাতাসে,
যখন স্বর্গীয় জ্যোৎস্না গাঢ়তম ইন্দ্রের আকাশে
তখন আসন্ন হয় তোমার আমার রূপান্তর।

BANGLADARSHAN.COM

আশ্চর্য এখনও শুনি তোমার অম্লান কর্মখ্যাতি,
অথচ সন্দেহ নেই একমাত্র ধ্রুব অভিশাপ,
ভাগ্যবান পিতৃগণ দায়মুক্ত, যত পুণ্যপাপ
একাই হিসাব করে ক্ষীণকায় হতবুদ্ধি নাতি।

টুকরো কথা কানে আসে, শেষতম ঠিকানা জানি না,
অনুমানে বোধ করি আজও আছো আপাতসচ্ছল,
দুর্ঘটনার মত চুরি গেল অমূল্য সম্বল,
নীরব ক্রন্দনে কাঁপে থরথর স্মৃতির রেটিনা।

আমাদের দুঃখ থেকে জন্ম নিলো তোমার যে মুখ
সে মুখের ক্লান্তি আর বিষণ্ণতা ভ'রে আছে মন,
অভিলাষমাত্র তৃষ্ণা, তৃষ্ণামাত্র উষ্ণ প্রস্রবণ,
চৈত্রপূর্ণিমার হাওয়া, চতুর্দিকে প্রচ্ছন্ন অসুখ।

অপচয়

যখন আলস্যে কাটে হৃতপুণ্য আত্মার প্রহর,
কখনও দংশন করে সংগোপন ক্ষতের স্বাক্ষর।

অন্তরীণ রক্তপাত চুপি চুপি রেখেছো অন্তরে,
তোমার বাহবাযোগ্য শুষ্কহাস্য দেখেছি চকিতে,
যে সময়কে যেতে দিলে সে সময় জানো তো নিভৃতে
তোমার দৈন্যের সঙ্গে আমার মূর্খতা যোগ করে।

প্রচুর ঘামের স্রোতে নিরুদ্যম হ'য়ে আসে দিন,
ফাঁকি যে প্রচুরতর সে কথা কে করেছে স্বীকার,
সস্তা গেলাসের মত যাকে করতে চাও চুরমার
তারই ক্ষুরধার টুকরো তিলে তিলে করে বীর্যহীন।

BANGLADARSHAN.COM

অভিনয়, অভিনয়, অভিযোগ যখনই করেছি,
তখনই তুমিও ক্ষুব্ধ; কোথায় সমাপ্তি, প্রতিকার–
যদি শস্য অসম্ভব, কিসে ভরবে হেমন্তখামার,
আমি তো মৌসুমী মেঘ পূর্ণতম বর্ষণ দিয়েছি।

এখন তোমার মতে একমাত্র কর্তব্য অদেখা,
তবু তা উত্তর নয়; এ বীজের সুকঠিন প্রাণ,
চিন্তাতেই অঙ্কুরিত, স্বপ্নের পুকুরে করে স্নান,
তোমারও অলস লগ্নে উচ্ছ্বসিত হয় ক্ষতরেখা।

তখন একবার ছুঁয়ে ইচ্ছাবিনিময়ের শিখর,
অন্য সব নিরর্থক, ভিক্ষাপাত্র সার অতঃপর।

সেদিন মাঝরাতে

অনেক দিন তোমার গলার স্বর শুনি নি তাই
সেদিন মাঝরাতে যেন মনে হোলো
তোমার শিয়রে একটা টেলিফোন আছে।
আর তাই বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে দেখে
পা টিপে টিপে পাশের ঘরে গিয়ে
নীল বাতি জ্বেলে সন্তর্পণে ডায়াল করলাম।
কি ক'রে নম্বরটাও জেনেছিলাম।
কয়েকবার বাজবার পর ঘুম-ভাঙা বিরক্ত স্বরে
প্রশ্ন করল: কে?
চাপা গলায় বললাম: আমি।
মন্তব্য এলো: এ কি সৃষ্টিছাড়া ঠাট্টা,
মাঝরাতে এ কি অসহ্য ন্যাকামি–
ভয়ে ভয়ে বললাম:
অনেক দিন তোমার গলার স্বর শুনি নি তাই–

BANGLADARSHAN.COM

সেদিন শেষরাতে ছোট ছোট নৈশ শব্দের মধ্যে
জেগে উঠে দেখি
জানলা দিয়ে প্রচুর হিম ঢুকেছে ঘরে।
কাশি আসতেই উঠে বাতি জ্বেলে ওষুধ খেতে হোলো।

ঈশ্বরের রাত

God's silent, searching flight;
When my Lord's head is fill'd with dew, and all
His locks are wet with the clear drops of night;
His still, soft call;
His knocking-time; the soul's dumb watch
When spirits their fair kindred catch.

—Henry Vaughan

এখন সমস্ত স্তব্ধ। হে ঈশ্বর তোমার প্রহর
দক্ষিণ হাওয়ার মত নিবিড় শান্তিতে নেমে আসে।
ভিখারী নিঃঝুম ঘুমে। আদিগন্ত জ্যোৎস্নায় ধূসর।

শিশিরের মত ঠাণ্ডা উচ্ছ্বসিত তরল বাতাসে
হৃদয় জুড়ালো আজ তোমার বিনীত ঘণ্টা শুনে;
কখনও স্টীমার ডাকে, কদাচিৎ শোনা যায় ট্রেন,
তোমার নিশানা পাই পনেরো মিনিট গুণে গুণে।

ভ্রাম্যমাণ দ্বিধাগ্রস্ত আসে সন্দিহান এরোপ্লেন,
তার গুমরানো খেদ যেন চেনা-চেনা মনে হয়,
আমি বহু-প্রলোভিত, বারংবার তোমাতে উৎসুক,
ম্লান হ'তে ম্লানতর আশৈশব শ্রমের সঞ্চয়।

আমাদের শূন্য মন বিজ্ঞাপিত ইচ্ছায় ভরুক,
এখন সবুজ আম গন্ধ দেয় তোমার জ্যোৎস্নায়,
পরম নির্ভরযোগ্য দক্ষিণ হাওয়ার মত হাত
অন্ধকার ঘাসে ঘাসে আত্মীয়ের আঙুল বুলায়।

উজ্জ্বল তারার নিচে মর্মরিত প্রার্থনীয় রাত।

BANGLADARSHAN.COM

অ্যাক্সিলরেশ্‌ন্‌

এলাম হাজার মাইল তোমার শহর থেকে দূরে,
বিরাট ভারতবর্ষ ধূ ধূ করে ভাদ্রপূর্ণিমায়,
ছায়াচ্ছন্ন মাঠ-বন শুয়ে আছে পূর্ণ স্তব্ধতায়,
শয়তান আমাকে খায় অনন্ত ছুরিতে কুরে কুরে।

দ্বিতীয় উপায় নেই, অনুভবে উক্তি নেই কোনো,
আকাঙ্ক্ষার অন্ত নেই, অন্ত নেই অপার জ্যোৎস্নার,
মধ্যরাত পেরিয়েছে, নিদ্রাহীন দু' চোখ এখনও,
তিন যাত্রী সুখসুপ্ত, কামরায় হাল্‌কা অন্ধকার।

কত দিন দেখি নি যে যা দেখার ইচ্ছা ছিলো মনে,
তবুও যেভাবে হোক হ'তে পারতো সেখানে সম্ভব,
সেখানে অস্তিত্বমাত্রে কল্পনাও কখনও বাস্তব,
হাওয়া দেয় স্নিগ্ধ হৃদে দাহশেষ অবসন্ন ক্ষণে।

দুরন্ত ইচ্ছার মত রাত্রে বাড়ে দুর্নিবার গতি,
অসম্ভব রোখ চাপে, অপসৃত হয় চরাচর,
অশান্ত দেওয়াল, চাকা, ক্লান্ত মাথা কাঁপে থরথর,
বিচ্ছেদ একান্ত হোলো, স্বপ্ন থেকে নেই অব্যাহতি।

আজ চক্রবৃদ্ধিহারে পূর্ণতম হোলো জাগরণ,
শ্বেতময়ূরের মত জ্যোৎস্না নেমে এসেছে মাটিতে,
কোথাও ঘুমিয়ে আছো এই আলোকিত পৃথিবীতে,
অর্থহীন হ'য়ে গেল আন্তরিক সমস্ত বন্ধন।

BANGLADARSHAN.COM

কল্পনা

তোমার বাড়ির পাশে ভরপুর রোদের গরমে
দুপুরের কানামাছি খেলা করে নোংরার গাদায়,
ধোপানীরা ব্যস্ত পায়ে অন্যমনে করে আনাগোনা,
চৌকো মাঠ ভ'রে আছে লম্বা লম্বা উজ্জ্বল শাদায়।

সমস্ত বাতাস ভ'রে আমার ইচ্ছারা ভেসে আছে,
দেওয়ালের বিজ্ঞাপন আমার চিন্তার মত ম্লান,
আকাশে দোরঙা ঘুড়ি হেলে আছে আলস্যমন্থর,
কোথায় খটকা লেগে থমকে আছে দুপুরের প্রাণ।

ছায়ার মতন আমি লেগে আছি তোমাদের রোদে,
কখনও চকিতে হাওয়া হ'য়ে যেতে পারি তো অন্তত,
এই অফুরন্ত রোদে কারও কারও মাথা ধ'রে যায়,
অদৃশ্য বীজাণু ঘোরে অবাঞ্ছিত অতিথির মত।

BANGLADARSHAN.COM

ধরা যাক দুটো বাজে, হয়তো এখনও ব্যস্ত কাজে,
কিংবা এই বাড়ি এলে, এইমাত্র উঠেছো উপরে,
ক্লান্তি লেগে আছে মুখে, অবসন্ন আঙুল বোতামে,
বিড়াল ঘুমিয়ে আছে, ভাত ঢাকা আছে রান্নাঘরে।

রোমন্থন

এখন লেগেছে শীতের আমেজ পথে,
ঈষৎ হাওয়ায় ডালিয়ার চারা কাঁপে,
শান্ত হ্রদের ঝিলিমিলি সরবতে
সন্ধ্যার চোখ হৃদয়ের তল মাপে।

বহু দিন আগে একদা ছিলাম সুখী,
অলীক প্রহরে ভুল হ'য়ে গেছে কবে,
তার পর থেকে সব কিছু বুজরুকি,
সময় হারালো ক্ষুরধার অনুভবে।

আজও ফুরালো না কর্মসূচীর গ্লানি,
তিলে তিলে শেষ বিগত যুগের ভালো,
শয়তান দেয় অন্তরে হাতছানি,
সম্বল হোলো শীতের নিয়ন আলো।

BANGLADARSHAN.COM

অযুত গোধূলি এসেছে আমার আগে,
অযুত গোধূলি আজও আছে অনাগত,
আজ মাঝখানে অকারণে ব্যথা লাগে,
সবই শেষ হবে, ধূলিসার হবে ব্রত।

যে পাড় ছিঁড়েছে পায়ে পায়ে দিনশেষে
কালো সূতো দিয়ে সেলাই করেছি হাতে,
বিপ্রলম্ভে ম্লান হয়েছিলো ক্লেশে,
বেকবাগানের ক্ষমাহীন ফুটপাথে।

যত্নে জমাই পুরোনো সূতোর কণা,
ক্রূর দেবতারা নেপথ্যে যায় হেসে,
স্থগিত রেখেছি নিরর্থ আলোচনা,
তবু সব যোগ বিয়োগে দাঁড়ায় এসে।

আর কত বার এই পথে যাওয়া-আসা,
পার্কের জলে গাঢ় হয়ে আসে ছায়া,

প্রীতি-উৎসবে স্নেহের মুখর ভাষা,
একাধিক আছে প্রিয়জন, আছে মায়া।

শতাব্দীধৃত আদৃত নহবতে
আন্তর স্বর যখন যায় না শোনা,
আবর্তনের ক্রন্দনহীন পথে
তখন একাকী মন্থর আনাগোনা।

স্বপ্নের মত মনে হয় সবই, প্রিয়,
চেতনার তীরে ছায়া নেমে আসে যেন;
মৃত রোশনাই, তবু শিখা স্মরণীয়,
এখনও জানি না সেদিন আসো নি কেন।

BANGLADARSHAN.COM

এগারোই এপ্রিলের জন্য

বন্যার মতন স্মৃতি গ্রাস করে মরুক হৃদয়।
অথবা কল্পনামাত্র। শুষ্কদেহ স্বয়ং সময়।
যদিও মানে না মানা প্রাথমিক বসন্ত-চিন্তায়
হতবুদ্ধি অভিলাষ, অতিক্রান্ত তবুও অধ্যায়
দুর্নিরোধ্য ঔদাসীন্যে; অশ্রুহীন আত্মসমীক্ষণ
আবিষ্কার করে শুধু নিরুত্তর শব্দের বন্ধন।
এবং স্বব্যবহৃত। সুতরাং সূক্ষ্ম পরিহাসে
দ্বিতীয় স্বর্গের প্রান্তে শঙ্কার ছায়ার মত আসে
ভাসমান গ্লানিকণা উচ্চারিত শপথের প্রেতে
শিয়রের অপরাহ্নে; কখনও বা স্বপ্নপথে যেতে
হঠাৎ ঘনায় ক্লান্তি; মর্মরিত অনুরক্ত স্বর
অসম্ভব মনে হয়; লীলাভরে স্পন্দিত নগর
আকস্মিক কুয়াশায় লীন হয় এপ্রিলসন্ধ্যায়;
উন্মথিত হয় ক্ষোভ উচ্ছ্বসিতপ্রায় কিনারায়।

BANGLADARSHAN.COM

আবার এপ্রিল এলো। ইতিবৃত্তে অবসিত দিন
নিজের অজ্ঞাতসারে আপনিই হয়েছে মলিন
পুরোনো খাতার মত। একা একা নৈশ অভিমান
পুনরাবৃত্তির স্রোতে বর্ষশেষে হয়েছে নিষ্প্রাণ
অবুঝ শোকের অন্তে। পাখির মতন জাগরূক
স্নেহপ্রার্থী চিত্তবৃত্তি দুরাশায় হয়েছে উৎসুক
হাওয়ার ঝলকমাত্রে; মনে ভেবে, দেখি না কী হয়,
জ্ঞাতসারে বা অজান্তে দোলাচল দিয়েছে প্রশ্রয়
কূজনের ইশারাকে। মাসকাল কেটেছে ঠাট্টায়,
রোদের খেলার মত সমুজ্জ্বল স্বচ্ছ জানালায়,
কখন গিয়েছে দিন, অতঃপর এলে সন্ধিক্ষণ,
শুধু এক বেলা ভেবে সম্ভব হয়েছে সমর্পণ।

অধুনার সপ্তাহের এই দেওয়া-নেওয়ার পর্দায়
তাই যদি এগারোই অকারণ আশঙ্কা ঘনায়,
মার্জনীয় অপরাধ। অভিজ্ঞতা থেকেই জানেন,
যদিও বা বন্ধ হয় আর বছরের লেনদেন,
নথিপত্র কিছু কিছু থেকে যায় জঞ্জালের মত;
যদি তাতে কোনো দিন হাতে পড়ে অভ্যাসবশত,
সরিয়ে নেবেন নিজে; ক্যামেরার চোখের কোণায়
প্রলাপের ছায়া এলে—ছায়ামাত্র—তবু সূচনায়
নেভাবেন ধৃষ্ট বাতি। ক্ষমা করবেন সব শুনে
আপনার স্বাভাবিক সহৃদয় সৌজন্যের গুণে।

আপনাকে বলেছি সব। অন্তরীক্ষে জানেন ঈশ্বর
আজকের শপথভঙ্গে কারও ক্ষতি করে নি অন্তর।
যদি কারও, সে নিজের। যে কথা সে একাকী বলেছে,
দুর্মর লোভের বশে যদি আজ নিজেই ভেঙেছে,
কারও তাতে এসে যায় না। বাকি দিন থাকুক কুশল;
যোগ্য পাত্রে ন্যস্ত হোক বিচিত্র বিভিন্ন কর্মফল
অদৃশ্য অমোঘ হাস্যে। স্বপ্নদর্শনের অধিকার
যদি আজ প্রত্যাগত, তার ঋণ শোধার দরকার
অনেক অনেক বেশি। অনিশ্চিত ভবিষ্য এখনও,
অতীত অত্যন্ত কাছে, হাওয়া আসে কখনও কখনও।
যে পুরোনো পেরেকের প্রাথমিকতায় শুধু দাম
সে ব্যথা নীরব হোক। চিরগ্রীষ্ম হোক তার নাম
যে প্রীতির পদ্মদীঘি ধীরে ধীরে আড়ালে শুকালো।
আপনার নজরবন্দী আপাতত আমি আছি ভালো।

অথচ আশ্চর্য এই, এই সত্য স্বীকৃত হোতো না,
যদি না আয়নায় আসতো আপনার মনের বাসনা।

BANGLADARSHAN.COM

যখন রাস্তার ধারে

যখন রাস্তার ধারে একসঙ্গে জ্বলে ওঠে বাতি,
অথচ আলোর স্মৃতি ঘিরে থাকে বসন্ত-আকাশ,
বিকাল চায় না যেতে, ভালোবেসে সেধে হয় সাথী,
আস্তে আস্তে থেমে আসে দীর্ঘসূত্রী দিনের নিঃশ্বাস;

চীনা কালি দিয়ে আঁকা চেরা-চেরা নিষ্কম্প শাখায়
নম্র নীল জলছবি চিন্তাহীনতায় নেমে আসে,
ঘড়ি-টিক্‌টিক্‌ ঘরে দেওয়ালের রঙ বদলায়,
চেতনা নির্ভার হ'য়ে কর্মহীন শূন্যতায় ভাসে;

এমন সন্ধ্যায় যারা অল্প অল্প জ্বরের শিয়রে
ট্র্যাফিকের অবাস্তব গুঞ্জরণ কখনও শুনেছে,
তারা জানে, যদিও বা মোহগ্রস্ত এমন প্রহরে
অনাবশ্যক খেদ দূর করা সম্ভব হয়েছে;

তবুও সময় চিরে একরত্তি কাঁটার মতন
ক্ষীণ-হ'য়ে-আসা গন্ধ লেগে থাকে পুরোনো শিশিতে,
সে দৃষ্টি বারবার করে ইচ্ছাতুর আলো-অন্বেষণ
একবার হয়েছে যার অন্ধকার ড্র্যাগন-নিশীথে।

তখন আপনার হাসি সংগোপন সমুদ্রসৈকতে
হাজার হাজার বার ভেঙে পড়ে স্বচ্ছ পূর্ণিমায়,
বুলায় পালকস্পর্শ বালুকার পরতে পরতে,
গ্লানিহীন কলস্বরে জ্বরতপ্ত পৃথিবী ভরায়।

BANGLADARSHAN.COM

অনাবশ্যক

অকস্মাৎ ভেসে এলো খড়কুটো, টুকরো আবর্জনা,
ভেঁপু, ভিড়, কুয়াশায় অবাস্তব দিগন্তের রেখা,
মদির প্রদীপশ্রেণী, মণিহার বিবর্ণ সন্ধ্যার,
কম্পমান প্রতিবিম্বে সংখ্যায় বর্ধিত থরথর
বেদনাবিধুরতর।

হে ঈশ্বর, এ কি অভিনব
তোমার নিপুণ ক্রীড়া; কথামাত্র শুধু কেড়ে নিয়ে
কথাতেই বৎসরান্তে ফিরে দিলে নির্বুদ্ধি জিহ্বার
গ্লানিময় রিক্ত পাত্র। শুধুমাত্র বৃথা উচ্চারণ
লবণাক্ত লজ্জাস্রোতে লীন করে কর্ম-অবকাশ,
বন্দরের কুয়াশায় ভাসমান ছিন্নভিন্ন ক্ষোভ
ক্রমশ ঘোলাটে হয়। হাওয়ায় জলের গন্ধ আসে।

BANGLADARSHAN.COM

হে বন্দরের সন্ধ্যা, ক্ষমা করো শেষতম গ্লানি,
রাখি নি তোমার স্মৃতি সেদিনের প্রতিশ্রুতি-মত,
স্বীকার করি নি নিজে; অথচ কুয়াশা নেমে এলো
আকাশের শূন্য ঘিরে।

মহুয়াবৃত্তান্ত নয় শুধু,
যদিও খেলেছি কিছু, এখানেও কবোষ্ণ অশ্রুকে
বাদ দেওয়া অসম্ভব। অপরাহ্নে জলদগম্ভীর
ঘন হয়ে বর্ষা নামে, গাঢ় হ'য়ে আসে স্নেহচ্ছায়া।

শিশির সঞ্চিত হ'লে আকাঙ্ক্ষিত মেঘের দৃষ্টিতে
দুরন্ত উদ্ভিদশিশু অগোচরে বর্ষণনন্দিত,
অন্ধকারে মুছে যায় ধূম্রবর্ণ স্বল্প ইতিহাস;
শিরায় শ্রাবণগন্ধ; অকস্মাৎ কীর্ণ গ্লানিকণা
নাচের ভঙ্গিতে যেন জাহাজের দিলে চ'লে আসে

তরঙ্গের শীর্ষে শীর্ষে। ফিরে আসে পীড়ার প্রহর।
আপেক্ষিক মূল্যরেখা দৃশ্যপটে অথচ লক্ষিত।
প্লবমান সমস্তই ক্লিন্ন জলে অস্তিত্ব হারালে
যেন মার্জনীয় হয় আবর্তিত প্রাচীন ধিক্কার।

BANGLADARSHAN.COM

প্রয়োজনীয়

তোমার না-আসা যখন পূর্ণ হোলো
নম্র জুনের অমর্ত্য গোধূলিতে,
জানালার মন ভাবনার রূপ দিতে
নিজেকেই বলে: ‘আকাশের নিচে বোলো,

আর কিছু নয়; যদিও আপাতক্ষীণ,
স্রোত গতিশীল; আবৃত্তি ধ্রুব জানা;
তবু এই কথা লিখে যেতে নেই মানা,
আহা কি রম্য আলোকদীর্ঘ দিন!’

আহা কি রমা আলোকদীর্ঘ দিন
অনাদরে গেল ক্ষান্তট্র্যাফিক পথে,
(অসাধ্য নয় সংযম জনমতে,)
শুধু হ’য়ে যাবে এখনই রাত্রে লীন।

BANGLADARSHAN.COM

তাড়াতাড়ি তাই ভ’রে রাখা ছেঁড়া পাতা
অন্যায় নয়। পলাতক দিনছায়া,
ঘননীল হ’য়ে আসে পৃথিবীর মায়া,
গুঞ্জন করে চেতনায় কবিগাথা।

বেগতিক দেখে স্নেহশীল সংগ্রামে
ত্বরায় সন্ধি দেখা গেছে বহুবার,
সফল হয় নি হিসাবের কারবার,
তাই দরকার এই সন্ধ্যার নামে

লিখে রেখে যাওয়া: সত্যই এসেছিলো
দুর্মর ক্ষোভ সংবৃতশোক মনে
সমস্ত-কিছু-বলা-শেষ-হওয়া ক্ষণে
আকাশ যখন ছাতে হাত রেখেছিলো।

ফুরাতে চায় না চঞ্চলতার বেলা,
(সঞ্চিত হয় জনমত উপদেশে,)
কখন জানি না ভোর হয় অক্লেশে,
সকালে সকালে আলো-হাওয়া করে খেলা।

BANGLADARSHAN.COM

চিঠি

অপার্থিব ইন্দুমতী! কত দিন দেখি না তোমাকে!
আষাঢ় নেমেছে নাকি তোমাদের মেহেদীবেড়াতে?
আন্তরিক আমন্ত্রণ মন আজ চায় না এড়াতে,
দু' চোখের তীর থেকে স্মরণীয় ঊর্মিমালা ডাকে।

তলহীন অন্বেষণ কাজলের স্নিগ্ধ কিনারায়
কত সুকুমার আত্মা করেছিলো বাসনাকম্পিত,
ক্লাস-ফাঁকি দ্বিপ্রহর কতবার বর্ষণমন্দ্রিত
কেটেছিলো পথে পথে অবিরল শীতলধারায়।

দেখি নি সুন্দরতর লাল শাড়ি দ্বিতীয় শরীরে,
সরু কালো পাড় যেতো পদপ্রান্তে সিঁড়ি ছুঁয়ে ছুঁয়ে,
কপালে খয়েরী টিপ, বারংবার জলে যেতো ধুয়ে,
কত রূপকথা হোতো গতিশীল তনুদেহ ঘিরে।

BANGLADARSHAN.COM

বৃষ্টিঝরা মধ্যদিন টিয়ারঙ শাঁসালো বাগানে
ভিজে মালতীর গন্ধে অবলীল গেছে পরপারে,
যে তীব্র আড্ডার স্বাদ হারিয়েছে সন্ধ্যার আঁধারে
পুনুরুজ্জীবন খোঁজে মুছে-যাওয়া জলের বানানে।

শাশ্বত নায়িকা তুমি! অনুক্ষণ তবু মনে হয়,
কোথার তোমার মধ্যে সে মেয়ের মূর্তি যেন আছে,
যাদের চকিতে দেখি বাস্তুহারা কলোনীর কাছে–
মলিন কৃশাঙ্গ ঘিরে শ্রাবণের শোভার সঞ্চয়।

আরোপ করি না কিছু নাগরিক তোমার ভঙ্গিতে,
তোমার স্বচ্ছন্দ গতি; তবু দ্যাখো তোমাকেই ঘিরে
মেঘের মতন আসে পুরোনো দুঃখের স্মৃতি ফিরে,
অযথা উদ্বেল করে জলস্পর্শ হাওয়ার ইঙ্গিতে।

আজ সারাদিন ধ’রে ছাইরঙ লেগেছে আকাশে,
নন্দনবৃত্তান্ত লিখো, অনুরোধ পাঠাই লিপিতে,
শেষতম কি কি লীলা তোমাদের সন্ধ্যার বীথিতে?
এখানে সংবাদ এই: উইলো কাঁপে চঞ্চল বাতাসে।

BANGLADARSHAN.COM

ভিক্টোরিয়া পার্ককে: পুনরুজ্জীবন

সারা দিন জ’মে আছে আকাশের গায়ে অন্ধকার,
ভারাক্রান্ত অপরাহ্ন, বৃষ্টি তবু এখনও এলো না,
তোমাকে অনেক দিন ভুলে আছি এ কথা ভেবো না,
বর্ষালীন, তন্দ্রামগ্ন, ঘনশ্যাম হে পার্ক আমার।

যখন করি না চিন্তা, তখনও তো চৈতন্য-গভীরে
তুমি থাকো সংগোপনে, আত্মীয়ের স্নেহের মতন,
দৃষ্টি-অগোচরে কত হ’য়ে যায় নিবিড় বর্ষণ
কচিকলাপাতারঙ ধৈর্যশীল তোমার শরীরে।

অজস্র হারানো দুঃখ, বাধাহীন পুরোনো সংরাগ
তোমার রেলিং ঘিরে শৈবালের মত জ’মে আছে,
কানায় কানায় ভরা পুকুরের কিনারার কাছে
নক্ষত্র-লিলির ঝাড়ে সৌরভের কীর্ণ দায়ভাগ।

BANGLADARSHAN.COM

দুর্মর নেশায় করি গরীয়ান পুনরুজ্জীবন,
আবার জাগ্রত হও, হে জুলাই, বর্ষণমন্থর,
ধূমল শার্শির কাচে মুছে যাক ধূলির অক্ষর,
ভিজুক নীরবে ঘাস, রাজপথে আসুক প্লাবন।

লুকাক সবুজ সাপ, পূর্ণ হোক কর্ম-অবকাশ,
আজ কত দিন হোলো আমাদের দরজায় আসো না,
জলঝরা এলোচুলে তোমাদের মিলিত বাসনা
কত দিন দেখি না যে, দৃঢ় তবু রয়েছে বিশ্বাস।

কখনও মুহূর্তে যেন কম্পমান কর্ণ-আভরণ
বিদ্যুতের মত দেখি, আবার অঝোরে বর্ষা নামে,
মনে হয় পোর্টিকোয় যেন কোনো গাড়ি এসে থামে,
কেবল শোনার ভুল। অন্তরীক্ষে স্তিমিত গর্জন।

এই বর্ষা চিরন্তন। বিরহের পুনরাবৃত্তিতে
তোমার চোখের ছায়া অন্যমনা করে বারবার,

যদিও সংবাদ পাই সুখে আছো বন্ধুরা আমার,
বিগত দিনের জন্য দাগ কাটি তবুও ভিত্তিতে।

আমার সমস্ত মন বুঝি ভিক্টোরিয়া পার্ক হ'তে চায়।
তোমাকে মিনতি, বোন, জানালার শিকে হাত রেখে,
আমাকে একটু বলো, কাদের ওখানে এলে দেখে,
এ দুর্দিনে কারা গেল ঐ পথে পার্কের মায়ায়?

BANGLADARSHAN.COM

মেঘ ও রৌদ্র

অবিরল হাওয়া ঝরে ক্যাথলিক গীর্জার চূড়ায়,
ঝুলন্ত পাতায় কাঁপে অশরীরী তীব্র ফুলঝুরি,
সারা দিন জানালায়, বলো মন, দুপুরবেলায়,
আর কত দেখা যায় মেঘ-রৌদ্রের লুকোচুরি?

সবুজ কাঠেঁর টবে একগুচ্ছ হাল্‌কা বেগুনি
আদরে ফুটেছে ফুল দেখা যায় পাশের বাড়িতে,
শুধু ট্র্যাফিকের শব্দ শূন্য পথে আর কত শুনি,
ক্লান্তি এলো দেখে দেখে ঝরা পাপড়ি ধূসর সিঁড়িতে।

দুঃখের আকাশ ছেড়ে ঘরে এসো শিস্‌-দেওয়া পাখি,
শ্রীহীন হয়েছে দ্যাখো রিক্ত কোণে রতির পিঞ্জর,
যা আসে দু' হাত ভ'রে কিছু তার যত্নে ধ'রে রাখি,
ঝ'রে যায়, খ'সে যায়, কণামাত্র রাখে না স্বাক্ষর।

BANGLADARSHAN.COM

ইচ্ছার অবধি নেই; নিজে নিজে প্রত্যেকে জেনেছি;
তবু তার মধ্য থেকে কিছু পূর্ণ হবে তো অন্তত;
বিহঙ্গবর্তনে যত দানাপানি কৌতুকে দিয়েছি,
কিনারা ছাপিয়ে তার শুধুমাত্র খেদই শাশ্বত।

ইন্দুমতীর জন্য

যেরকম দিনে তুমি হ'তে অভিসারে দৃঢ়ব্রত
আবার এসেছে ফিরে সেরকম আত্মলীন দিন,
রোমহর্ষে নৃত্যশীল অপ্সরার মত
উতরোল ডালপালা ভাষা খোঁজে আহা অবিরত।

সে দিন কোথায় গেল? ইন্দুমতী, হয় না বিশ্বাস,
আজও যেন মনে হয় ছোট কালো ছাতাখানি দেখি,
শাড়িতে কাদার চিহ্ন, সিক্ত প্রান্তে অসম্ভব সে কি
ঈষৎ, ঈষৎ-মাত্র অঙ্কুরিত পায়ের আভাস।

জলঝরা দ্বিপ্রহরে গতিশীল অপসৃয়মান
তোমার দেহের রেখা সঞ্চালিত স্মৃতির পর্দাতে,
বাসের দরজায় তুমি দ্রুতপদে কখনও মিলাতে,
ফাঁকা স্টপে ঝরে পড়তো আকাশের অকৃপণ দান।

BANGLADARSHAN.COM

সমস্ত বিফল হোলো কেন মনে হয় ইন্দুমতী?
ভিজে পথে কেন নেই প্রাথমিক সে অনুসন্ধান?
অধুনার বীথিকায় আন্দোলিত প্রাচীন আহ্বান,
তবু যেন হ'য়ে গেছে অগোচরে ছোট্ট কোনো ক্ষতি।

রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এ শ্যামশম্প ট্র্যামের রাস্তায়
রেখেছি সযত্নে ধ'রে সিনেমার মত যত ছবি,
হয়তো অলীক নয়, হয়তো এখনও সত্য সবই,
হয়তো এ মুহূর্তেই জল ঝরে ঘোলা নর্দমায়।

পিছল হয়েছে রাস্তা, জমা জল সাবধানে দেখো,
আর লাগিও না কাদা টিয়ারঙ কটকী শাড়িতে,
যারা ফুল বিক্রি করে না হয় তাদের কিছু দিতে
রজনীগন্ধার গুচ্ছ ছ' আনা ডজন কিনে রেখো।

সেপ্টেম্বর

প্রথম হাওয়ার ঝাপ্‌টা ছুঁয়ে যায় পত্ররোমকূপ,
মেঘেরা চলিষ্ণু অতঃপর,
অকস্মাৎ কেঁপে ওঠে পরিণত বৎসরের রূপ,
অভিমানে জানায় মর্মর।

প্রথমে সময় ছিলো, সময়ের অন্ত নেই শেষে,
মাঝামাঝি বাৎসরিক খেলা,
কখনও সে ঋতুদের দুর্নিবার সারথির বেশে,
কখনও মন্থর যায় বেলা।

জলছলছল তীরে মনে হয় অশ্রুর আভাস,
মুহূর্তে রোদের রেখা নামে,
কিঞ্চিৎ-শিথিল-হওয়া ফিরে আসে পুরোনো বিশ্বাস,
শরবনে সরু নৌকা থামে।

BANGLADARSHAN.COM

হায় হেমন্তের হাওয়া, এ কথা কি ঘুণাক্ষরে জানো
আরও আছে দিবসরজনী,
চতুর্দশ বর্ষ আর অরণ্যকাণ্ডের দুঃখ আনো,
রামায়ণ কিছুই বোঝো নি।

বৃষ্টি থেমে গেলে পর

বৃষ্টি থেমে গেলে পর ঝিকিমিকি রেশমী আকাশে
কম্পিত আলাপ চলে ঝাউপাতা সজল হাওয়ায়,
সান্ধ্য ট্র্যাফিকের স্বর ভিজে রাজপথ থেকে আসে,
আলোকিত জানালারা কদাচিৎ সংগীত ঝরায়।

রেস্তোরাঁয় খেয়ে এলে ঘরে যেতে গীর্জার মাথায়
শঙ্খশাদা ভরা চাঁদ দেখা যায় উঠেছে কখন,
একরত্তি জ্যোৎস্না এসে লেগে থাকে শূন্য বিছানায়,
সমস্ত দেওয়াল জু'ড়ে বেজে যায় ঘড়ির স্পন্দন।

রাত দশটা-পনেরোর বাতি-জ্বলা দুঃখের স্টেশন
তখন একমাত্র হ'য়ে জেগে থাকে স্মৃতির অন্তরে,
ফ্রেমে আঁটা একটি মুখ, শুরু-হওয়া গতির গর্জন
পূর্ণ জোয়ারের মত সব কিছু আকাঙ্ক্ষায় ভরে।

কিনারায় ঢেউ তার আবর্তিত স্মৃতিচিহ্ন রাখে,
আজ দশ দিন হোলো চিঠি নেই, দেখি না তোমাকে।

BANGLADARSHAN.COM

পুনর্লিখন

আলোয় পাতায় ভরা শারদীয় প্রগাঢ় দুপুরে
এখন কি স্নান ক'রে বারান্দায় এলে ইন্দুমতী?
কাঁঠাল গাছের নিচে তোমাদের পাঁচিলে অদূরে
গিরগিটি থেমে আছে, যেন ভুলে আছে ক্ষিপ্র গতি।

এখন অজস্র রোদ আর ভালোবাসার সম্ভার
জুড়ে আছে ভাঙা সিঁড়ি, জমে আছে কোণার রোয়াকে,
পৃথিবী আদর ক'রে ঘুচিয়েছে সমস্ত বিকার,
উপেক্ষা করো নি তোমরা অন্তরের ছুটির ভিক্ষাকে।

ঘনালে প্রকাশ-দুঃখ তোমাদের উপলক্ষ্য রাখি,
সেজন্য বিরক্ত হ'য়ে ত্রুটি কি ধরেছো মনে মনে?
জঞ্জালে বোঝাই দিনে যখন থাকে না কিছু বাকি,
শাদা দোপাটির মত স্নিগ্ধ হ'য়ে আসো যে স্মরণে!

BANGLADARSHAN.COM

আমার কি দোষ বলো? দুনিয়ার পেপারবাস্কেটে
নানাবিধ প্রক্রিয়ায় দেখে অব্যাহত শক্তিক্ষয়,
দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় আঁক কাটি ফাটাচোরা স্লেটে,
চার পয়সার চক লালনীল কিনে গোটাছয়।

আমার একলার নয় দুঃখ, জেনো, আশ্বিনের দিনে,
না হয় আত্মীয়-হাত দূরে গেছে এখন আমারই,
এ পর্যন্ত তুমিও তো বাঁধা আছো দরকারী ঋণে,
কিছু কি রাস্তায় নেই এ দিনেও প্রকৃত ভিখারী?

বেসরকারী বিক্ষোভের খাতাপত্রে হিসাব থাকে না,
মিথ্যা প্রমাণিত নয় সে কারণে বিভিন্ন বিবাদ,
রাত্রিদিন বর্ধমান তুমি বুঝবে বৎসরের দেনা,
সহ্য করবে কাটাকুটি, ক্ষমা করবে সমস্ত প্রমাদ।

প্রবাসের উক্তি

বকুলের ঋতু, প্রিয়, মনে রেখো, এ মিনতি করি।
যদিও তুষারকণা আপাতত জানালার কাচে
জ্যামিতিক চিত্র আঁকে, কক্ষকোণে অগ্নিশিখা নাচে
শীতের দুপুর ভ'রে, অবাস্তব আলস্যের কাল
অন্তরীক্ষে শুধু দ্যাখে রেখায়িত অস্থিনগ্ন ডাল,
আমি তবু অহর্নিশি অন্তহীন যমুনায় মরি।

বন্ধনীর মত জেনো অধুনার দিবসযাপন।
শিথিল হয়েছে মানি নানাবিধ সুদৃঢ় বিশ্বাস,
হারিয়ে গিয়েছে ক্ষুদ্র স্বর্ণকণা না রেখে আভাস
কোথায় বৃষ্টির দিনে, বহু আদরের আলপনা
ধুয়ে একাকার হোলো, স্মৃতিচিহ্ন কিছুই রাখলো না;
তবু আমরা সেখানেই নাগরিক। এ শুধু ভ্রমণ।

BANGLADARSHAN.COM

হারানো সোনার জন্য তোমার আমার রক্তে আজও
গার্হস্থ্য ক্রন্দন আছে; দোতলার দীর্ণ ছাত ঘিরে
পরিপূর্ণ ভাদ্রমাস জলধারে আসে ফিরে ফিরে,
সেখানে বশ্যতা রেখো, ছায়াম্লান যেখানে মেঝেতে
দড়ির পাপোষ ভেজে, উতরোল হাওয়ার সংকেতে
প্রতীক্ষা গভীর হয়, থেমে থাকে তুচ্ছতম কাজও।

বহু দিন হোলো, তবু কালো মেঘে বিদ্যুৎ নেভে নি।
দীর্ঘ ছায়া ঢেকে আছে কাশবন, শুভ্র বালুচর;
মনের দিগন্তে শুনো অসম্ভব পাখিদের স্বর
অপরাহ্নে ডেকে ওঠে; তাই বলি অপার্থিব ভোরে
মাছ-ধরা জেলে হোয়ো, আমি হবো তোমার জেলেনী।

ছড়া

যারা তোমাকে বোঝে না তারা আমাকে বোঝে না,
যারা তোমাকে জানে না তারা ভাবে বাড়াবাড়ি,
পাহাড়ী পথেও বুনো ফুল যে পোঁছে না
সে দেখে না আমাদের এই ছাড়াছাড়ি।

তুমি স্বেদকণা তুমি আমার গহনা,
ময়ূরপেখমরঙ বাহারের শাড়ি,
বহু দিন তোলা আছে, পরাই হোলো না,
না হয় সে দেখা যাবে তুমি এলে বাড়ি।

সিঁড়ি-ধোওয়া জল পড়ে, পাখিরা থামে না,
সকালে শিশিরভরা ডাল কত নাড়ি,
মেঘের হয়েছে পাখা, নিষেধ মানে না,
চোখের উপর দেয় দূরদেশে পাড়ি।

BANGLADARSHAN.COM

যারা চিকণ নাগরী হয় কখনও কাঁদে না,
মেলায় হরেক খেলা নানা কাড়াকাড়ি,
নিয়মিত প্রতি ডাকে চিঠি যে লেখে না
সেধে ভাব করে যদি আড়ি আড়ি আড়ি।

ক্রিসমাসের পর

দুয়ারে দুর্দান্ত শীত। নিঃঝুম দুপুর।
পুরোনো চিঠির রাশ সম্বল কেবল।
তপ্ত কোণে সুখসুপ্ত নিশ্চিন্ত কুকুর।
দ্যুতিহীন অন্তরাত্মা কান্নায় পাগল।

নৈশ আহারের জন্য শিলিং স্যাণ্ডউইচ
সকালেই কেনা, তাই, আর কি দরকার,
শুধু ধুয়ে নিতে হবে পেয়ালাপিরিচ;
জমেছে জলের পাইপ। নামে অন্ধকার।

আমার সয় না, প্রিয়, এত অবহেলা,
অনেক করেছো জমা মিথ্যা অজুহাত,
আমার একমাত্র আলো! সে স্বর্গীয় খেলা
স্থগিত হবার পথ বন্ধ সুপ্রভাত।

BANGLADARSHAN.COM

বেতার প্রলাপ বকে। হায়, প্রার্থনীয়,
স্মরণ করাতে চাই না সমস্ত দিয়েছি,
শব্দ-মিল-অলংকারে নয় বর্ণনীয়
ঈশ্বরের ছুরিকায় যে সত্য বুঝেছি।

নববর্ষ

মদের মত পাগল-করা ছেলে
ভাগ্যক্রমে বেসেছিলাম ভালো;
গত সালের ক্রূর ডিসেম্বরে
তার পায়ের ছাপও
বরফ প'ড়ে অলক্ষ্যে মিলালো।

কঠিন রাতে কাঁপন-আনা হাওয়া
ফাটা ঘরের ফুটোয় হানা দিলো;
করোটি ভাবে স্নায়ুর অপরাধ,
স্নায়ুর খেদ: কপালে এ-ও ছিলো!

যখন চলে নেশার দেওয়া-নেওয়া
তখন থাকে খর চোখের আলো,
স্বীকার করা যায় না কোনো মতে
আগুন নিভে যাবে,
দমকা হাওয়া মুহূর্তে নিভালো।

মদের মত পাগল-করা ছেলে,
পদাবলীর সখার মত কালো,
গত জন্মে, স্বপ্নে, কিংবা সালে
আমার সব দিয়ে
বেসেছিলাম ভালো।

BANGLADARSHAN.COM

যদিও বিরাট চান্স নিয়েছিলে

যদিও বিরাট চান্স নিয়েছিলে দুর্মর আশায়,
মনে ভেবে সব ফাঁকি ঢেকে যাবে শেষ অভিনয়ে,
তবু ফেঁসে যেতে হোলো ছোটখাট পার্থিব প্রলয়ে,
অপমান জানতে হোলো স্বীকৃতির অঙ্গার-ভাষায়।

তুমি বাঁচতে চেয়েছিলে। চার দেয়ালের অন্ধকারে
কখনও নিজের প্রেত দেখেছিলে ক্লান্ত বিছানায়;
ভুলে যেতে চেয়েছিলে; তারই নিদারুণ প্রচেষ্টায়
অদম্য জ্বরের ঘোরে এসেছিলে সান্ধ্য অভিসারে।

বার বার এসেছিলে। আর অন্তরালে জ্ব'লে জ্ব'লে
নিজেকে করিয়েছিলে অবচেতনায় এ বিশ্বাস,
হবে না শীঘ্রই আর ধূমকেতু কিংবা সূর্যগ্রাস,
আশঙ্কাকে বেমালুম চেপে গেলে তপ্ত কলরোলে।

BANGLADARSHAN.COM

চতুর্গুণ হ'য়ে আজ তাই এলো তাপমাত্রা ত্বকে,
কার বেশি সে হিসাব অনুভবে আসে না বিচারে;
আর আবশ্যক নেই আকাঙ্ক্ষার সে থার্মমিটারে
যাতে মাপতে সব কিছু, পরিহাসে, উপমা-রূপকে।

ইঙ্গিতে অনেকবার বলেছিলে কঙ্কাল-কাহিনী,
অনেক তরঙ্গহাস্যে স্পর্শ ক'রে রাতের সৈকত;
সেদিনের দ্বৈত কণ্ঠে পূর্ণিমার গানের সঙ্গত
চিন্তাহীন ক'রে গেছি, কালচ্ছায়া কিছুই বুঝি নি।

তোমাকে জানাতে চাই প্রতিরোধ্য হোতো সমস্তই,
যদি না আশ্রয় নিতে দর্পসার বন্ধ্য অভিমানে,
সকালসন্ধ্যায়, প্রিয়, গোষ্ঠীগত আদানপ্রদানে
দুনিয়ার চোখে আমি নির্বোধ বৈষ্ণবী শুধু হই।

ছোট নদীকে

মেটে নি, মেটে নি কিছু, বেড়েছে কেবলই,
অথবা নিয়েছে জন্ম আগে যা ছিলো না,
ছোট নদী, তোর তীরে অশান্ত কাকলী
যে ভাবে ফুরালো তার নেই রে তুলনা।

আমাকে বুঝলি না নদী। সতেজ ডাঁটায়,
সকালের দূর্বাঘাসে অজস্র ফুটেছি,
তোকে ঘেঁষে কত বার পাতায় কাঁটায়
তোর এস্‌রাজের সুর বুঝতে চেয়েছি।

মেঘ-বৃষ্টি, সূর্য-সোনা, হিম-ঝরা হাওয়া,
উপহার আনে যারা অনুক্ষণ বুকে,
যুগল পথিকদের শ্লথ আসা-যাওয়া,
দিনের প্রার্থনা-দুঃখ রাত্রির সম্মুখে,

BANGLADARSHAN.COM

এদের চেয়ে কি কিছু কম তোকে টানি,
রাখি নি কি প্রীতিচিহ্ন তরল কপালে?
আমি তার মুহূর্তের তারতম্য জানি
যে নিগূঢ় স্রোত বয় সংজ্ঞার আড়ালে।

ছলনা করিস না নদী। পাতিহাঁস হ'য়ে
ভিতরের দুঃখ ফেরে গুগলির পিছনে,
এদিকে সেদিকে খুঁজে, বহু স'য়ে স'য়ে
রূপহীন চিন্তা করে, ব্যথা পায় মনে।

সঞ্চয় করেছি রস শিরায় আমিও,
উপরে মরণলোকে জ্বলে লক্ষ তারা,
এ সংযোগ শতাব্দীতে নয় প্রাপণীয়,
কথা শোন্, কথা রাখ্, ঘুমায় পোকারা।

ঝড়

রাতের পঞ্জরে ঝড় হেঁকে গেল।
পুরী সুখসুপ্ত ছিলো।
নির্বাপিত-বাতি ঘরে ঘরে
অনির্বাণ অভ্যাসের বশে
ভাবনাহীন সকলে ঘুমিয়েছিলো।

ঝড়ের ঘোরে তারা দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগলো।
কেউ কেউ মরণমরুতে দিশাহীন হ'য়ে ঘুরতে লাগলো,
আদৃত সংকেত হারালো, আর খুঁজে পেলো না।
কেউ কেউ ভাবলো তারা মৃত্যুদণ্ড পেয়েছে,
প্রেতের মত উঠে পড়লো,
দু' হাত তুলে আদিগন্তবিস্তৃত বালুতে শোক করতে লাগলো।

BANGLADARSHAN.COM

পরদিন সকালে তারা যখন উঠলো
তখন হাওয়ার বেগ ক'মে এসেছে।
মিলিত মস্করা তখন আর নাগরিকদের ভালো লাগছে না।
তারা তখন অবসরপ্রার্থী।
কারণ তাদের মস্তিষ্কের ভিতরে তখনও
এলোমেলোভাবে হাওয়া দিচ্ছে,
ছেঁড়া মেঘ ছুটে বেড়াচ্ছে।
তাদের কানের কোটরে তখনও ঝড় লেগে আছে।

কবিতার জন্ম হয়

কবিতার জন্ম হয়। ঝিঁঝি ডাকে। সন্ধ্যাতারা ওঠে।
তুমি থাকো ইন্দ্রপুরে, আমন্ত্রিত স্পৃহণীয় কাজে;
এখানে কাগজ জমে, খাতাপত্র বিভিন্ন দেরাজে
ক্রমে অগোছালো হয়, অগোচরে ঘাসফুল ফোটে।

মৃদু বুনো গন্ধ দিলে টেবিল-বাতিও বুঝি বোঝে।
অকস্মাৎ দ্বিধাহীন তার আসে প্রাণের স্পন্দন;
তখন সে ইচ্ছা হয়: অনিরুদ্ধ সত্তার ক্রন্দন
দ্রুত ঊর্ধ্বমুখী হ'য়ে গতিশীল ধ্রুবশক্তি খোঁজে।

আমি চূর্ণ-চূর্ণ অণু। শেষহীন আমার কম্পন।
তর্কাতীত অনুভব; মেঘলোকে সাড়া কি আসে না?
হায় স্বর্গচ্যুত যুগ! অপ্সরেরা অবাধে মেশে না।
স্পর্শের শিকল গ'ড়ে করি ইষ্ট আকাশলঙ্ঘন।

BANGLADARSHAN.COM

অণুবিশ্বে ঝড় ওঠে। কোথা তুমি, রাজধুরন্ধর?
উপেক্ষার যোগ্য নয় সেবিকার অন্তিম মিনতি;
অবলুপ্ত ছায়াপথ, এ মুহূর্তে অসহ্য বিরতি,
সর্বগ্রাসী এ বেপথু, নৌকা ডোবে, কোথায় বন্দর?

তোমাকেই উল্‌টে আজ প্রশ্ন করি

তোমাকেই উল্‌টে আজ প্রশ্ন করি, ময়নামতী,
নিজেকে কি চিনতে পারো কপট আয়নায়?
কি ঝড় গিয়েছে হেঁকে, কি স্বপ্ন দেখেছো?
দিয়েছো কি সব অর্ঘ্য নির্বীজ হাওয়ায়?

(পালক-তুষার ঝরে। অস্থিসার শাখা
সখিত্ব পাতায় ভয়ে রাস্তার বাতিতে:
‘স্ফুরিত আলোর বিন্দু, শত্রুতা জানো না,
কি কি মর্মকথা রাখো সত্তার নিভৃতে ?’)

যদিও নগরছন্দে সমস্ত লুকাতে চাও,
গোপন কি রাখতে পারো তির্যক ছায়াকে?
প্রেতাত্মার দেবারতি জ্বেলে রেখে অন্তরালে
গহনা পারো না ছাড়তে দুর্মর দেমাকে!

BANGLADARSHAN.COM

শুভার্থীর ভূমিকায় উপদেশে বাধ্য হই,
দেশকাল বুঝতে শেখো অন্তিম প্রহরে,
মেলোড্রামা হবে নয়তো শেষ অঙ্কে বারবার,
ব্যর্থ যবনিকা নামবে করুণ শিয়রে!

এপ্রিলের গান

আকাশের রঙ বহু দিন দেখে দেখে
ভিজে টালি-ছাত অবশেষে হোলো মন;
অনাহত কাচে জল-তারা রেখে রেখে
জানালায় এলো বসন্ত বর্ষণ;
দিগন্ত হোলো দুঃখের অভিষেকে
অস্বচ্ছ দর্পণ।

মনে প'ড়ে যায় জন্মান্তরে কবে
জল-ঝরা কাচে লিখেছি তোমার নাম;
কিংবা তা ভ্রম, গত বসন্তে হবে,
হায় খেয়ালের নেই কানাকড়ি দাম;
বিনা পয়সায় একা ঋতু-উৎসবে
আবারও লিখলাম।

BANGLADARSHAN.COM

যেমন গাড়িতে জল-মোছা কাঁটা চলে,
তবু রূপা-কাচে জল-ঝরে, জল ঝরে,
ট্র্যাফিকের আলো তিন-রঙা হ'য়ে গলে,
চালকের চোখে ছবি হ'য়ে খেলা করে,
তেমনই তফাৎ থাকলো না ধারাজলে
আর বাঁকা অক্ষরে।

তখন হঠাৎ দুর্বার গতিভরে
আমার এ ঘর গাড়ি হ'য়ে দেয় পাড়ি;
পাগল গীয়ারে মৃদু জলমর্মরে
বর্ষণপথে স্পন্দিত হয় নাড়ী;
মূল্য জানায় সহসা সেতার-স্বরে
বিদ্যুৎ-সায়া-শাড়ি।

তুমি ধারাজল, আকাশ, জানালা, প্রিয়,
কি ছন্দ রাখো নিবেদনে, মরি মরি;

বর্ষণশেষে একই ফ্রেমে দেখা দিও,
সন্ধ্যায় যেন নীল হ্রদ চোখে ধরি;
প্রতিদানে নিও প্রতিবেশী বরণীয়
স্নান-সারা মঞ্জরী।

BANGLADARSHAN.COM

ঘরের শিশু, বাহিরে মন

‘ঘরের শিশু, বাহিরে মন, ক্ষুণ্ণ কেন?’
‘জ্বরের ঘোর, মাত্রা বেশি হয়েছে যেন,
দিনের শেষে পাখিরা করে বাড়াবাড়ি।’

সবার মত তুমিও করো কাড়াকাড়ি,
আসল কাজে কেবল করো হেলাফেলা।
রাখবে কবে তেপান্তরে বল্-খেলা;
বৃথাই জ্বলে সন্ধ্যা ধ’রে টেবিল-বাতি,
বারান্দায় আমি যখন মাদুর পাতি।

একটিবার আকাশে দ্যাখো মরণ-আলো,
এরোপ্লেন এখনই যাবে দূরের পারে;
ঐ যে শোনো অনেক-চেনা গুঞ্জরণ,
যেখানে ঘন সুপারীগাছ নিবিড় কালো।
তুলো না ভিড়ে দিনশেষের নিমন্ত্রণ,
ধোঁয়া পাকায় তোলা উনোন বেড়ার ধারে।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥